"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

হে অর্জ্জুন! তপস্বীগণ হইতে যোগীশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীগণ হইতেও যোগীশ্রেষ্ঠ, কর্ম্মিগণ হইতেও যোগীশ্রেষ্ঠ; অতএব, তুমি যোগী হও। আবার সমুদয় যোগীগণের মধ্যে মদ্গতচিত্তে গাঢ় বিশ্বস্ত হইয়া যে জন আমাকে ভজনা করে, তাহাকে আমি যুক্ততম বলিয়া মনে করি। এস্থানে "সর্ব্ব" শব্দটি "দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা চতুর্থ অধ্যায়ে—যোগীগণের যে সকল বিভেদ দেখানো হইয়াছে, সে সমুদয় সাধক ও সিদ্ধ যোগীগণকেই বুঝান হইয়াছে। তাহা হইলে এই প্রকারে যাহারা ভগবান্‌কে ভজন করে না, তাহাদের সকলেরই নিন্দা উল্লেখ থাকাতে সর্ব্বপ্রকার সাধকেই ভগবদ্ভক্তির নিত্যত্বও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যিনি যে সাধনই করুন, সকলেরই ভগবানে ভক্তি অবশ্য করা কর্ত্তব্য। ভক্তি বিনা কোন সাধনই স্বতন্ত্ররূপে ফলপ্রদানে সমর্থ নহে। শ্রীভগবান্ ১১।১৮।৪২ শ্লোকে শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন—

ভিক্ষোর্ধর্ম্মঃ শমোঽহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসাং
গৃহিনো ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্য্যসেবনম্।
ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্
গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনঃ॥

হে উদ্ধব! অন্তঃকরণসংযম ও অহিংসা—এই দুইটি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। ক্লেশ সহ্য করা ও ঈক্ষা—এই দুইটি বানপ্রস্থের ধর্ম্ম; প্রাণিগণকে রক্ষা করা ও যজ্ঞ—এই দুইটি গৃহস্থের ধর্ম্ম; আচার্যসেবা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। কেবলমাত্র ঋতুকালে স্ত্রী-সম্ভোগকারী গৃহস্থের ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তিনটি আশ্রমের—ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ ও জীবে বন্ধুভাব রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু চারি আশ্রমীরই আমার উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই প্রমাণে সকল আশ্রমীকেই যে ভগবানে ভক্তি করিতে হইবে, তাহাই দেখান হইল।

সেইরূপ শ্রীনারদও সর্ব্ববর্ণের স্বধর্ম্মবর্ণনপ্রসঙ্গে ৭।১১।১১—১২ শ্লোকে বলিয়াছেন—

শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য শরণং মহতাং গতে।
সেবেজ্যাবনতির্দ্দাস্যং সৌখ্যমাত্মসমর্পণঃ॥